আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন অপরাধে ৪ জনকে জরিমানা

করোনার দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করলেও জনসাধারণের সচেতনার অভাবের কারণে গুনতে হচ্ছে জরিমানা।

গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে পৌর এলাকার পশু হাট প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি।

আদালতের মাধ্যমে ভেজাল ঔষধ বিক্রয়, প্রকাশে ধুমপান ও মাস্ক না পরার অপরাধে ৪জনকে ১৬শত টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির’র গণসংযোগ

প্রতিদিনের ন্যায় আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে পথসভা ও গণসংযোগ করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৌর এলাকার কাঁচা বাজার প্রাঙ্গণে এ পথসভা ও নির্বাচনী গণসংযোগ করেন।

নির্বাচনী গণসংযোগে হাসান কাদির গনু বলেন,‘ এ্ই মাসের মধ্যেই শুরু হচ্ছে রাস্তা, ড্রেন ও পানি সাপ্লাইয়ের কাজ। একই সাথে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ২৯টি রাস্তার কাজ শুরু হবে। রাস্তা গুলো নির্মাণ করা হলে কারোর আর অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না। এই রাস্তা গুলো অনেক আগে হবার কথা থাকলেও করোনার কারণে পিছিয়ে মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্বাচনী গণসংযোগে আনসার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ইমরুল কায়েস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারী, মাজেদ

ভুঁইয়া, মুদি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন মিয়া, ওলিউল্লাহ খাঁন, খেদ আলী মেম্বার, ব্যবসায়ী রানা, বাবলু, আজাদ, বাদশা, মনিরুল, মিজান, সামসুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ২৭টি অবৈধ স’মিল!

আলমডাঙ্গায় প্রতিযোগিতা মূলক ভাবে গড়ে উঠেছে ২৭টি অবৈধ স’মিল। আর এসব স’মিল গুলো গিলে খাচ্ছে সামাজিক বনায়নের গাছ। আলমডাঙ্গা অবৈধ স’মিলের শহরে পরিণত হলেও বনবিভাগ রয়েছে এখনও ঘুমিয়ে, এমন অভিযোগ সচেতন মহলের।

দায়িত্বশীল সূত্রে প্রকাশ, সরকারী নির্দেশকে অমান্য করে কোন প্রকার অনুমতি না নিয়েই পৌর এলাকায় ১১টি ও উপজেলার হারদি, জামজামি, জেহালা, ঘোলদাড়ি, ভাংবাড়িয়া, হারদিসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে আরো অবৈধ ১৬টির মত স’মিল। বনবিভাগকে ম্যানেজ করে সংঘবদ্ধ পাচারকারীরা এসব অবৈধ স’মিলে হাজার হাজার ঘনফুট গাছ চেরাই করে যাচ্ছে। ফলে সামাজিক বনায়নের অস্তিত সংকটের পাশা-পাশি পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্ককার কথা জানিয়েছেন নাগরিক সমাজ।

সরজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নতুন নতুন স’মিল স্থাপিত হচ্ছে। বলতে গেলে আলমডাঙ্গায় গড়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ২টি অবৈধ স’মিল বসানো হয়েছে। যার একটিরও বৈধ কাগজ পত্র কিংবা লাইসেন্স নেই। সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের ছত্রছায়ায় এসব অবৈধ স’মিল গড়ে উঠেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, আলমডাঙ্গায় বনবিভাগের জনবল সংকট থাকায় জেলা বনবিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স’মিল গুলোর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তবে, আলমডাঙ্গায় কোন কর্মকর্তা না থাকার কারণে সহজেই স’মিল নির্মাণ করছে।

সূত্রে আরো জানাযায়-কতিপয় বনবিভাগের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদেরকে মাসিক ও সাপ্তাহিক মাসোহারা বা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ম্যানেজ করে অবৈধ স’মিল গুলো বসানো হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন রহস্যজনক ভাবে স’মিল

উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে না এমন অভিযোগ সচেতন নাগরিক সমাজের।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে, আলমডাঙ্গা রেঞ্জ কর্মকর্তা বলেন, অবৈধ স’মিল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে উপজেলা আইনশৃঙ্খখলা কমিটির সভায় একাধিকবার উত্থাপন করা হয়েছে।

এলাকাবাসীর প্রশ্ন কোন অদৃশ্য কিংবা কালো হাতের ইশারায় আলমডাঙ্গায় ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠা অবৈধ স’মিল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাকি প্রশাসন মোটা অংকের বিনিময়ে ম্যানেজ হয়ে রহস্যজনক ভূমিকায় স’মিল উচ্ছেদ করছে না।

আলমডাঙ্গায় মাস্ক ব্যবহার না করায় ৮ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার জামজামি বাজারে মাস্ক ব্যবহার না করায় ৮জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী এ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, সারাদেশে করোনার দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করছে। এরই কারণে জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় করোনার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি নির্দেশ মোতাবেক করোনাকালীন মাস্ক পরিধান বাধ্যতা মূলক।

কিন্তু অনেকে সরকারি নির্দেশ পালন না করে খোলা মুখে বাজারে ঘোরাঘুরি করছে। মাস্ক পরিহিত না থাকার কারণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সঙ্গীয় জামজামি ফাঁড়ি পুলিশের সহযোগিতায় ৮ জনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় পুলিশ পরিচয়ে এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার গোপালদিয়াড় গ্রামে বাড়ির পাশ থেকে পুলিশ পরিচয়ে আলি হোসেন (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অপহৃত ব্যক্তির ভাই আদম আলি বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের গোপালদিয়াড় গ্রামের নুর নবীর ছেলে জাহামত, জাহাঙ্গীর আলম ভোলা, মুস্তাকের ছেলে রিপন, আনার মন্ডলের ছেলে আমিরুল সোমবার দিবাগত রাতে বাড়ির পাশে সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে গান বাজিয়ে ও হিজরা নাচিয়ে তারা পিকনিকের অনুষ্ঠান করে।

সোমবার দিবাগত রাতে হঠাৎ পিকনিকের লোকজন শুকুর আলীর ছেলে ডিটুর বাড়ির টিনের উপরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

এসময় ডিটু বাড়ির বাইরে আসলে তাদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ডিটু পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিবে বলে তাদের হুমকিও দেয়।

ওই রাতে আয়ুব আলীর ছেলে আলি হোসেন রাত ২ টার দিকে গানের শব্দে বাড়ির বাইরে আসে। পুলিশের উপস্থিতি ভেবে পিকনিক আয়োজকেরা গান বন্ধ করে দেয়।

এসময় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া ঘটনাটি ঘটে।

এ বিষয়টি আলির পরিবারের লোকজনকে জানালে তারা স্থানীয় ফাঁড়ি ও থানা পুলিশের নিকট খোঁজ করলে তার কোন খোঁজ মেলেনি।

অপহরণের বিষয়ে অপহৃত আলির ভাই আদম বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় সাপের খেলা অনুষ্ঠিত

চিরায়ত বাংলার ঐতিয্যবাহী সাপের খেলা দেখতে শত শত নারী-পুরুষ ভীড় জমায় আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায়। গতকাল নতিডাঙ্গা যুবসমাজের উদ্যোগে বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা কপাটি ব্রিজপাড়ায় উক্ত সাপের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এই খেলায় ১৬ টি সাপুড়িয়া দল অংশ গ্রহণ করে। আগের দিন থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলগুলি নিজেদের শক্তিশালি ও বড় বড় গোখরো সাপ নিয়ে এলাকায় হাজির হয়।

খেলার নিয়ম অনুযায়ী যে দলের সাপ সবচেয়ে বেশি সময় মঞ্চে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তারা হবে চ্যাম্পিয়ন, এবং পুরস্কার পাবে একটি বড় খাশি ছাগল, রানার্সআপ দল পাবে একটি ভেড়া।

সেই অনুযায়ী ঝিনাইদহের সোহেল হোসেনের দলের সাপ টেবিলে ৩৬ মিনিট ফণা তুলে অবস্থান করে ১ম পুরস্কার জিতে নেয়। ২য় পুরস্কার পায় শৈলকুপার শহিদুলের দল। তার সাপ ফণা তুলে ছিলো ২৩ মিনিট।

খেলা শেষে উভয় দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ ও আগামী ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক আশাবুল হক সম্রাট।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল হক লাল্টু। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শাহানুর। খেলা পরিচালনা করেন মাহাবুল হোসেন, আমজাদ আলী, ফকিরচাঁদ, বাবুর আলী ও জব্বার আলী।

আলমডাঙ্গায় ইট ভাটায় বোমা হামলা

আলমডাঙ্গার কুমারী গ্রামের এন আর বি ব্রিকসে চাঁদার দাবিতে বোমা হামলা চালিয়েছে দুবৃত্তরা। গত শুক্রবার ৪টি বোমা হামলা করলে ৩টি বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। অপরটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় ইটভাটা থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নে এন আর বি ব্রিকসে গত শুক্রবার দিনগত রাত ১টার দিকে পর পর ৩টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে উঠে ইট ভাটা। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। সকালে উঠে আরেকটি অবিস্ফোরিত বোমা পড়ে থাকতে দেখতে পান তারা। পরে পুলিশ অবিস্ফোরিত বোমাটিসহ বিস্ফোরিত বোমা ৩টির নমুনা সংগ্রহ করে।

এন আর বি ব্রিকস’র মালিক আবু মুসা হক জানান, বেশ কয়েক মাস ধরে অজ্ঞাত ব্যক্তি তার মোবাইলফোনে রিং দিয়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। এরই এক পর্যায়ে চাঁদাবাজরা উপর্যুপরি এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত অবিস্ফোরিত একটি ককটেল ও বিস্ফোরিত ককটেলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। চাঁদার দাবিতে চাঁদাবাজচক্র এ ঘটনা ঘটিয়েছে। চাঁদাবাজদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা চেয়ারম্যানের কম্বল বিতরণ

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান গরিব মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন।

জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ, নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা ও আইলহাঁস ইউনিয়নের খাসবাগুন্দা ও লক্ষীপুর গ্রামের শীতার্ত মানুষের মাঝে তিনি এ কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আতিকুর রহমান, মানিকসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গর।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসায়ীসহ দুই জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা জেলা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এর অভিযানে হোটেল ব্যবসায়ী ও মোটরসাইকেল আরোহীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার দিকে পৌর এলাকার আনন্দধাম ব্রিজের নিকট এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় হোটেল ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামকে ৫শত টাকা ও মোটরসাইকেল আরোহী বিপুলকে ২শত টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ফিরোজ হোসেন ও আলমডাঙ্গা থানার এএসআই আব্দুল হালিম সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপস্থি ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির গনু’র

গণসংযোগ

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু পথসভা ও নির্বাচনী গণসংযোগ করেছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৌর এলাকার কলেজপাড়ায় এ নির্বাচনী পথ সভা ও গণসংযোগ করেন।

নির্বাচনী গণসংযোগে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন, চলমান করোনা ভাইরাসের কারণে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে পৌর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার কাজ শেষ হলেও অনেক রাস্তা নির্মাণের অপেক্ষায় আছে। দ্রুতই শুরু হচ্ছে এসব রাস্তা নির্মাণের কাজ।

পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরাসনের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ড্রেন নির্মাণে সেটির কাজও চলমান রয়েছে। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, আমাকে আবারো ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন। আলমডঙ্গা পৌর শহরকে একটি আধুনিক পৌর নগরী হিসেবে আপনাদের উপহার দিবো।

নির্বাচনী পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মিডিল, সেলিম, মাসুম, রমজান, মুন্নি, বাপ্পি, শুভ, চমক, পাপ্পু, সিফাত, উৎস, মেহেদী, তারিক, সবুজ, সুমন, সিহাব, সাকিব, মানিক, আশিক, সোহেল প্রমুখ।